তারিখ 30 MAY 2016
2 কলাম 2

সমকাল

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ জরুরি

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও মানসম্মত করতে হলে সেখানে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রকৃত জনঅংশগ্রহণ খুবই জরুরি। এ জন্য এলাকাভিত্তিক তথা উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। স্কুল পরিচালনায় তৃণমূলের জনগণকে নিয়ে আসতে হবে ওয়াচডগের ভূমিকায়। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না সেটা স্থানীয়দের জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির মধ্যে আন্তঃসমন্বয়ের ওপরও জোর দেন তারা। তবে বিকেন্দ্রীকরণের আগে প্রাথমিকের সামগ্রিক কাজগুলোকে আগে 'ম্যাপিং' করার পরামর্শ দেন তারা।

বক্তারা আরও বলেন, জনঅংশগ্রহণে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হলেও এখন এ ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণ কমছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এ ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান যে রাজনৈতিক-সামাজিক চরিত্র ও অবস্থান, তা দিয়ে স্কুলের কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাকে সব রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। তবে অংশগ্রহণকারী জনগণ যখন শিক্ষানুরাগী হবে, তখনই তাদের সম্পৃক্ততায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব। জাতির মেরুদণ্ডকে শক্ত করতে হলে সবাইকেই ক্ষুদ্র রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ভূমিকা রাখতে হবে।

সমকাল ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে 'প্রাথমিক শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। গতকাল রোববার সমকাল বোর্ডরুমে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহসভাপতি মনজুর আহমদ। সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফির সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এহছানুর রহমান, সমকালের সহযোগী সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কেএম এনামুল হক, ইডেন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক হান্নানা বেগম, ভার্কের নির্বাহী পরিচালক শেখ আবদুল হালিম, ইউরোপা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ জসীমউদ্দীন আহমদ, সাংবাদিক

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

মোস্তফা মল্লিক প্রমুখ। সূচনা বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপপরিচালক তপন কুমার দাশ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এডিডি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর শফিকুল ইসলাম। ইউকে এইডের সহযোগিতায় এ গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক মনজুর আহমদ বলেন, দুই কোটি শিশু আর চার লাখ শিক্ষকের বিশাল আয়োজন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পরিসর। রাজধানীতে বসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একার পক্ষে এর পরিচালনা সত্যিই দুরূহ। তাই কীভাবে এখানে পরিবর্তন আনা যায়, সেটাও চিন্তা করতে হবে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও মানসম্মত করতে হলে সব শিশুর কাছে পৌঁছতে হবে। এ জন্য এলাকাভিত্তিক তথা উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক দায়বদ্ধতা, পরিকল্পনা, বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতায়ন ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তোফায়েল আহমেদ বলেন, বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে এক ধরনের ভুল বোঝাবুঝি আছে। প্রাথমিক শিক্ষার কোথায় বিকেন্দ্রীকরণ দরকার, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকের সামগ্রিক কাজগুলোকে আগে 'ম্যাপিং' করতে হবে। এতদিন কোনো প্রকার ম্যাপিং না করেই অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। ম্যাপিংয়ের পর সেখানে অর্থায়নের বিষয় আসবে। এর পর দেশব্যাপী পাইলট প্রকল্প করা যেতে পারে।

তিনি বলেন, ইউপির স্থায়ী কমিটিগুলো এরই মধ্যে শুয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষাবিষয়ক স্থায়ী কমিটির কথা বলে লাভ নেই। স্কুলের যে কোনো ধরনের সফলতার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন তিনি।

মুস্তাফিজ শফি বলেন, শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ কমছে। দলীয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এ ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। শিক্ষাকে রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। অংশগ্রহণকারী জনগণ যখন শিক্ষানুরাগী হবে, তখনই এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক দেলোয়ার হোসেন বলেন, ভালো স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণ কেমন, এ চিত্র তুলে আনতে হবে। তাহলে সেটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্কুলগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যাবে। প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া এখন অনেক বেশি স্বচ্ছ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শফিকুল ইসলাম বলেন, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির মধ্যে আন্তঃসমন্বয় প্রয়োজন। অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্কটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিশ্চিত হলে শিক্ষার সাংখ্যিক ও গুণগত মানে পরিবর্তন আসবে। সার্বিকভাবে স্কুলের দায়বদ্ধতা বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে এনজিওগুলোর সৃজনশীল পরিকল্পনা, চ্যালেঞ্জ ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন।

ড. এহছানুর রহমান বলেন, বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা নিয়ে আসা চাই। অভিভাবক, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের 'ওয়াচডগে'র ভূমিকা প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নকে গতিশীল করবে।

অজয় দাশগুপ্ত বলেন, পাঠ্যক্রম, ছুটিসহ প্রাথমিক শিক্ষার অনেক কিছু একই ছাঁচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। শিশুদের একই ছাঁচে বেড়ে ওঠা কতটুকু যৌক্তিক, সেটা বিবেচনায় নিয়ে তার পরই বিকেন্দ্রীকরণের আলোচনা হতে পারে। শিক্ষক নিয়োগে অনৈতিক লেনদেনের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপপরিচালক কে এম এনামুল হক বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে স্কুল পরিচালনায় জনগণকে ওয়াচডগের ভূমিকায় নিয়ে আসতে হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না সেটা স্থানীয়দের জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি বলেন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনার কথা গত কয়েক বছর ধরে শুনছি। কিন্তু এখনও তা আলোর মুখ দেখেনি। স্কুলপর্যায়ে 'বার্ষিক জবাবদিহি পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

শেখ আবদুল হালিম বলেন, অনেক স্কুলে স্যানিটেশন ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। স্থানীয়দের অংশগ্রহণে এ ধরনের ছোট সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব।

অধ্যাপক হান্নানা বেগম বলেন, জাতীয় পর্যায়ে অরাজকতা ও অসঙ্গতির ছাপ শিক্ষাক্ষেত্রেও পড়েছে। জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে এ সংকট উতরানো সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

জসীমউদ্দীন আহমেদ বলেন, প্রধান শিক্ষককে যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে। তার নেতৃত্ব না থাকলে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে না।

মোস্তফা মল্লিক বলেন, ধানকাটা মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় কিংবা বর্ষাকালে হাওর অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে পারে না। সে জন্য মৌসুমভিত্তিক সুবিধা যাচাই-বাছাই করে স্কুলগুলোতে ছুটির ব্যবস্থা করার দাবি জানান তিনি।